35

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 26 FEB 1997 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

যুগোপযোগী শিক্ষানীতি শীঘ্রই প্রণীত হবে

গাজীপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারী (বাসস)।- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, তাঁর সরকার খুব শীঘ্রই জাতিকে একটি উপযুক্ত শিক্ষানীতি উপহার দিতে সক্ষম হবে।

তিনি মঙ্গলবার সকালে এখানে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)-এর দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড) ডিগ্রি প্রদান করেন এবং সনদপত্র বিতরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, ভাইস চ্যান্সেলর এম আমিনুল ইসলাম এবং অধ্যাপক আবু হেনা মোহাম্মদ ফারুকও বক্তৃতা করেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী অনুষ্ঠানে সমাবর্তন ভাষণ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্মুক্ত ব্যবস্থা আজ গোটা বিশ্বে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে। আমরা শিক্ষার এ নতুন ধারায় নিজেদের যুক্ত করেছি। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তারই সাক্ষ্য বহন করে। শিক্ষার সুযোগ এখানে অবারিত। ঘরে বসে অথবা কর্মস্থলে থেকে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সুবিধামত সময়ে ও নিজস্ব গতিতে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারেন। বস্তুত প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য অগ্রগতি শিক্ষাকে অতি দ্রুত মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। বিশ্বময় শিক্ষা এখন আর শুধু ক্যাম্পাস-নির্ভর নয়। শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য ক্যাম্পাসের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে হবে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ। ক্যাম্পাস-নির্ভর বা সনাতন পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর শিক্ষার দাবী মেটানো সম্ভব হবে না। শিক্ষার ক্ষেত্র

(৮-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

যুগোপযোগী শিক্ষানীতি শীঘ্রই প্রণীত হবে

এখন বহুল বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময়। শিক্ষার্থী তার নিজের মেধা, প্রবণতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের শিক্ষার যথার্থ ক্ষেত্রটি বেছে নেবে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সামনে আজ সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। উন্মুক্ত শিক্ষা শিক্ষা ব্যবস্থা একটি মহৎ অঙ্গীকার—এ অঙ্গীকার শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার।

তিনি বলেন, সরকার পরিচালনার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েই আমরা দেশের জন্য কল্যাণকর একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজে হাত দিয়েছি। এ উদ্দেশ্যে দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিধ, শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমি আশা করি, অচিরেই আমরা জাতিকে কল্যাণকর ও উপযোগী একটি শিক্ষানীতি উপহার দিতে সক্ষম হবো।

শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই জতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ১৯৭৪ সালের মে মাসে কমিশনের রিপোর্টও প্রকাশিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত ঘৃণ্য এক হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর জীবনাবসান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশকৃত দেশের শিক্ষা পুনর্গঠনের পরিকল্পনাও তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী বাতিল করে দেয়। এর পর জাতির জীবনে একুশটি বছর পার হয়ে গেলেও দেশে আর কোন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের মাটিতে ফিরে জাতির জনক বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম দেশ গড়ার সংগ্রাম'। আমরা আজ সেই সংগ্রামেই অবতীর্ণ। শিক্ষাই এই সংগ্রামে আমাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

তিনি বলেন, শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছি। আমরা সবার আগে চাই জনশিক্ষার দ্রুত প্রসার। আমরা বিশ্বাস করি, জাতির উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। সন্তোষের বিষয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমি আশা করি, সুস্থ ও সুন্দর জীবন গঠন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবেশ সংরক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টিতে এ বিশ্ববিদ্যালয় আরও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করবে। নারী শিক্ষা ও নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রেও আমি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সযত্ন প্রয়াস কামনা করি। ভুললে চলবে না যে জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সমাজকে শিক্ষাবঞ্চিত রেখে উন্নয়ন প্রচেষ্টা সফল করা সম্ভব নয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে চাই। উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণায় আমাদের ব্রতী হতে হবে। শিল্প, কৃষি ও শিল্পসহ সর্ব ক্ষেত্রেই উচ্চতর প্রযুক্তির প্রসারই হবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা মনে করি, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিস্তারের জন্য প্রয়োজন একটি অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ। গত একুশ বছর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী তাণ্ডব আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন। শিক্ষাঙ্গনে এসব অবাঞ্ছিত ঘটনা আমাদের গভীরভাবে বেদনাহত করেছে। আমি বার বার বলেছি, সন্ত্রাসী আমাদের দলের হলেও তাকে সমুচিত শাস্তি পেতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমাদের কঠোর মনোভাবের কারণে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দ্রুত অপসারিত হচ্ছে। ক্যাম্পাসগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু ও অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে আমাদের এই মনোভাব অব্যাহত থাকবে। শিক্ষাঙ্গন থেকে অস্থিরতা ও সন্ত্রাস নির্মূল করতে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

গ্র্যাজুয়েটবৃন্দের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ এই আনন্দঘন মুহূর্তে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি অমর উক্তি আমার মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে সোনার মানুষ দাও, আমি সোনার বাংলা গড়ব'। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের এ 'সোনার মানুষ' গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব আমাদের শিক্ষক সমাজের ওপর। আমি জানি, আজকের এ সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী গ্র্যাজুয়েটরা শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছেন অথবা এ মহান পেশা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। আপনারা যদি সত্যিকার অর্থে শিক্ষার্থীদের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে এ দেশ সত্যিকার সোনার বাংলা হিসাবে তার হৃত গৌরব আবার ফিরে পাবে। আগামী দিনগুলোতে আপনাদের সেবায় জাতি উন্নতি ও প্রগতির অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে জেনে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, বর্তমানে সত্তুর হাজারেরও বেশী শিক্ষার্থী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। আগামী দিনগুলোতে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি-নির্ভর কার্যক্রম শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে মৌলিক সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি নতুন দিক নির্দেশনা আনতে চায়।

ভাইস চ্যান্সেলর এম আমিনুল ইসলাম বলেন, দেশের শিক্ষা সচেতনতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় একটি নতুন এবং অভিনব প্রতিষ্ঠান।